ইতিহাস

একটি মতাদর্শ এবং খাদ্যাভ্যাস হিসাবে নিরামিষ ভোজনের ইতিহাস পরিলক্ষিত হয় প্রাচীন ভারত বর্ষের বিশাল জনগোষ্ঠীর মধ্যে। খ্রিষ্টপূর্ব ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে দক্ষিণ ইতালির গ্রীক্ সভ্যতা এবং গ্রীসেও নিরামিষভোজন চর্চিত হয়েছিলো। উভয় অঞ্চলেই উক্ত খাদ্যাভ্যাসটি জীবের প্রতি দয়া প্রদর্শনের একটি নৈতিক দায়িত্বের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলো (ভারতে 'অহিংসা' নামে পরিচিত) এবং ইহা বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায় এবং দার্শনিকদের দ্বারা উৎসাহিত হয়েছিলো।

নিকট বা অদূর প্রাচীনকালে রোমান সাম্রাজ্য খ্রিষ্ট ধর্মে দীক্ষিত করানোর কারণে ইউরোপ হতে নিরামিষ ভোজন কার্যতঃ অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিলো। মধ্য ইউরোপে প্রভূত ধর্মীয় যাজক সম্প্রদায়ের মঠ কর্তৃক (কঠোর সংযম সাধনের নিমিত্ত) প্রাণীর মাংস ভক্ষন সীমাবদ্ধ অথবা নিষিদ্ধ করা হয়েছিলো। তবে তাদের মধ্যে কেউই মাছ খাওয়া পরিত্যাগ করেননি। তৎকালীন প্যারিস নগরীর সিদ্ধ পুরুষ সেইন্ট জেনেভিয়েভে Saint Genevieve) 422 খ্রিঃ- 512 খ্রিঃ নিরামিষভোজী হিসাবে পরিচিতি লাভ করেছিলেন যদিও তা ছিলো মূলতঃ দৈহিক তপশ্চর্যার জন্যে; জীবের প্রতি দয়া প্রদর্শনের নীতি হিসাবে নয়।

নিরামিষ ভোজন ইউরোপে পুনরায় দৃষ্টিগোচর হয়েছিলো রেনেসার সময়ে। উনবিংশ এবং বিংশ শতাব্দীতে ইহা একটি সুদূর প্রসারী ধারণায় পরিণত হয়েছিলো।

১৮৪৭ সালে ইংল্যান্ডে সর্ব প্রথম "Vegetarian society" গঠিত হয়েছিলো, অতঃপর জার্মানী, নেদারল্যান্ড এবং অন্যান্য দেশে। ১৯০৮ সালে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় সমূহের একটি জোট হিসাবে "the International vegetarian union" আত্ম প্রকাশ করে। বিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্যের দেশগুলোতে বিভিন্ন কারণে নিরামিষভোজী

জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায়, যথা পুষ্টিগত, নীতিগত এবং অতি সম্প্রতি পরিবেশগত এবং অর্থনৈতিক বিবেচনায়।